প্রতি সুপ্রসন্ন হউন্। ৩।১৩। অঃ শ্রীবিদুর মহাশয় মৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছেন ॥ ৯৪ ॥

যতো যশ্চ শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারো বিধীয়তে তস্যাপ্যনুপমচরিতং ফলং ভক্তিরেব। যথা—দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ৯৫ ॥

দানাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণার্পিতৈরিতি জ্ঞেয়ম্। তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মন ইত্যাদি। বৃহন্নারদীয়ে—জন্মকোটীসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতম্ তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দন ইতি। অগস্ত্যসংহিতায়াম্—ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোট্যাপ্যনুষ্ঠিতৈঃ। যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্ ভক্তির্ভবতি মাধবে॥ ইতি। এতদেব ব্যতিরেকেণোক্তম্—ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসামিত্যাদৌ যশঃ শ্রিয়ামেবেত্যাদৌ চ উদ্ধব শ্রীব্রজদেবীঃ ॥ ৯৫ ॥

এইজন্য শাস্ত্রে যে সকল বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচারবিধান করা হইয়াছে, সেই আচারেরও অতুলনীয় ফল শ্রীভগদ্ভক্তিরই ১০।৪৭ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধবমহাশয় শ্রীল ব্রজদেবীগণকে এইরূপেই উপদেশ করিয়াছেন, যথা—হে শ্রীল ব্রজদেবীগণ! দান, ব্রত, তপস্যা হোম, জপ, স্বাধ্যায় (নিজ অধিকার-অনুরূপ অধ্যয়ন) এবং ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি দ্বারা—অধিক কি বলিব—অন্য যত যত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আছে, সেইসকল সাধনরাশির মুখ্য সাধ্য অর্থাৎ ফল শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯৫ ॥

এই শ্লোকে যে দানাদি সাধনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইসকল সাধনের মধ্যে বুঝিতে হইবে। সকলগুলি সাধনই শ্রীকৃষ্ণার্পিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, যে দান-ব্রত-তপস্যা প্রভৃতি সাধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয় না, সেইসকল সাধনে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। এই অভিপ্রায়েই ৪।৩১ অঃ শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন—“তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ। নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ” ॥ অর্থাৎ মানবমাত্রের সেই জন্মই জন্ম, সেইসকল কর্ম্মই যথার্থতঃ কর্ম্ম, সেই জীবনই যথার্থতঃ জীবন, সেই মন ও বাক্য যথার্থতঃ ধন্য—যে জন্মে, যে কর্ম্মে, যে জীবনে, যে মনে, যে বচনে ভগবান্ শ্রীহরি সেবিত হয়েন। অতএব, এইসকল প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দানাদি সাধনরাশি শ্রীকৃষ্ণার্পিত রূপেই বুঝিতে হইবে। বৃহন্নারদপুরাণেও শ্রীভগবদ্ভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—হাজার হাজার কোটী কোটী জন্মে যাঁহারা পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই সর্ব্বদেবারাধ্য শ্রীজনার্দ্দনে বিশুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। অগস্ত্যসংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়—রাশি রাশি ব্রত, উপবাস, নিয়ম